যুগান্তর

তারিখ ... 23 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮ ...

কোর্স পরীক্ষার ফলাফলে কেলেংকারি

ডিগ্রি ইংরেজি বিষয়ের ৫০টি উত্তরপত্র হাওয়া

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১১ সালের ডিগ্রি পাস ও অনার্সমিলেট কোর্স পরীক্ষার ফলাফলে ভয়াবহ কেলেংকারির ঘটনা ঘটেছে। প্রায় সাড়ে ৯০০ শিক্ষার্থীর পরীক্ষার উত্তরখাতা হারিয়ে ফেলে কর্তৃপক্ষ। এরমধ্যে ৯০০ [illegible] ইংরেজি বিষয়ে [illegible] করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।

একটি সূত্র জানিয়েছে, এসব পরীক্ষার্থীকে গড় নম্বর দিয়ে ফলপ্রকাশ করা হয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গড় নম্বর দেয়া হয়নি। বরং খাতা না পাওয়ায় এসব শিক্ষার্থীকে বাদ রেখেই ১৭ জুন পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। পরে এদের মধ্যে ৯০০ জনের খাতা পাওয়ার পর ফল প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ইংরেজির ৫০টি খাতার হদিস এখনও মিলছে না। খবরটিতে জানিয়েছেন, ১৭ জুন ডিগ্রি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। সেদিন পর্যন্ত সাড়ে ৯০০ খাতার হদিস মেলেনি। এ কারণে এদের বাদ দিয়েই কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি ফল প্রকাশ করে। এদিকে সাড়ে ৯০০ শিক্ষার্থীর ফল স্থগিত করায় সারাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। ভালো পরীক্ষা দিয়েছে এমন অনেকেই ব ব কলেজের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করতে থাকে। বিষয়টি তখন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হয়ে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাউর হয়ে যায়। এ অবস্থায় চাপের মুখে পড়ে যায় কর্তৃপক্ষ। তখন উত্তরপত্র খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। সূত্র জানায়, এ অবস্থায় ১৯ জুন ডিগ্রি পাস কোর্স পাসের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ হোসেনসহ এ পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক সায়েদা বানু এবং অন্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবনের ৯ম তলায় ব্যাপক খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট অফিসেও গিয়ে জানা যায়, ওই খাতা অন্য পরীক্ষকদের মূল্যায়ন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান পরীক্ষকের কাছে গিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়েরই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আসমা চৌধুরীর কাছে খাতাগুলো পাওয়া যায়। পরে সেখান থেকে [illegible] খাতা ছিঁড়ে নিয়ে নম্বর সমন্বয় করা হয়। এরপরই ২০ জুন তাদের ফলপ্রকাশ পায়। খবরটিতে এই ঘটনাকে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ বলে আখ্যায়িত করেন। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষক সায়েদা বানু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উত্তর [illegible] বিভাগের [illegible] (অবসরপ্রাপ্ত)।

এখানেই শেষ নয়, ইংরেজি বিষয়ের ৫০টিসহ আরও অন্তত কটি বিষয়ের পাতাবিহীন খাতার হদিসও মিলছে না বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (অবসরপ্রাপ্ত) বদরুজ্জামান বলেন, উত্তরপত্রগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না। এজন্য তাদের ফল স্থগিত রাখা হয়। খাতা না পাওয়া অবস্থায় গড় নম্বর দেয়ার অভিযোগ সত্য নয়। তিনি বলেন, বাংলা বিষয়ের খাতা পরবর্তীতে পাওয়ার পরই ২০ জুন তাদের ফল প্রকাশ করা হয়। তিনি বলেন, আমাদের অনেক বদনাম, এটা ঠিক আছে। তবে শিক্ষার্থীদের জীবন সম্পর্কে আমরা সতর্ক। আমরা চাই না কোনো শিক্ষার্থীর জীবন ধ্বংস হয়ে যাক।

জানতে চাইলে তিনি খাতা বানুও খাতা হারিয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করেন। বলেন, পোস্টঅফিস থেকে খাতা একজন শিক্ষকের কাছে নিয়ে রাখা হয়।